

সম্পূর্ণ রঙিন

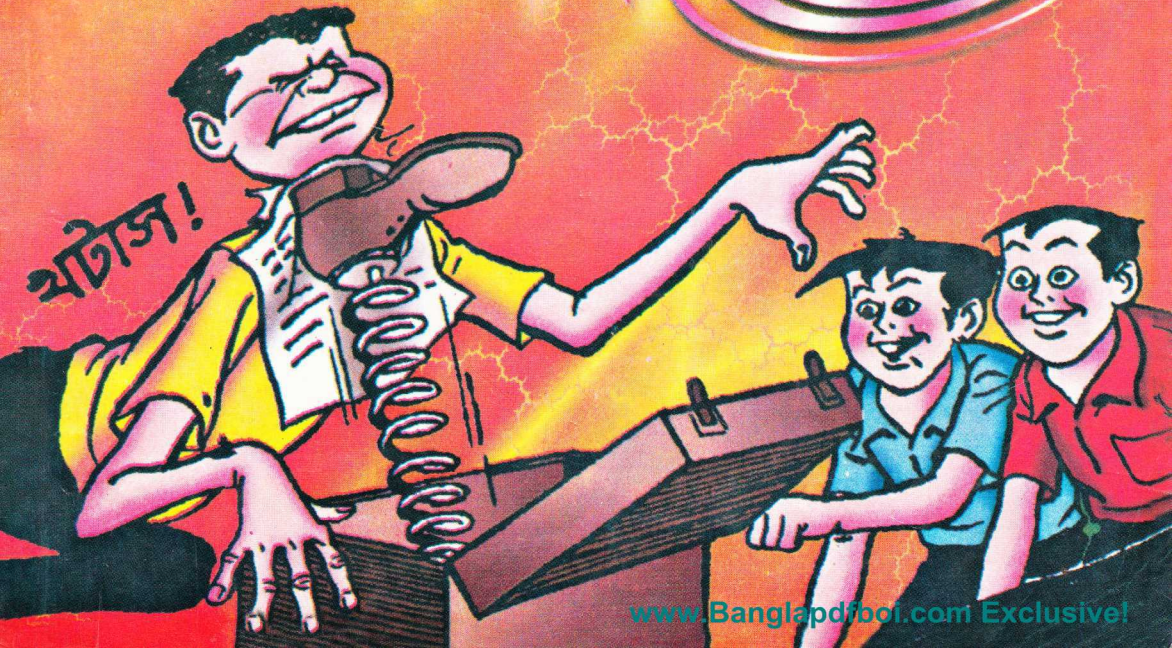
নারায়ণ দেবনাথ

নাটক ফান্ট



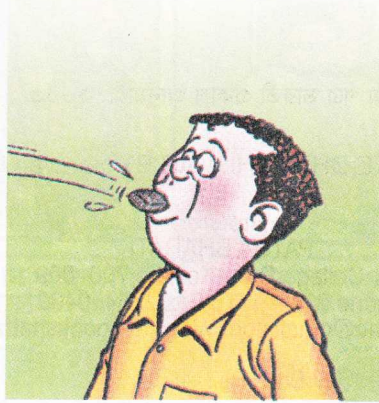
ধুবুধুমা

খটাস!



নারায়ণ দেবনাথ

নটে ফটে ধুকুমার



পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

পথম পত্র ভারতী প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩

NANTE FANTE DHUNDHUMAR BY Narayan Debnath

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phone 2241 1175 Fax 2354 0462

e-mail : patrabharati@gmail.com Website : bookspatrabharati.com

Price Rs. 45.00

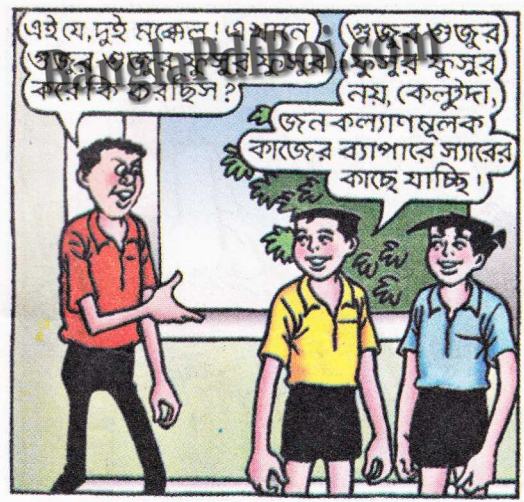
প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স সুশান্ত প্রধান

‘পত্র ভারতী’র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা, প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত ।

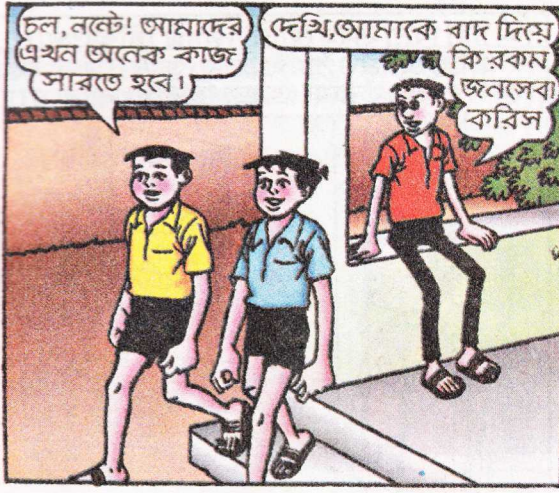
মূল্য ৪৫.০০



নারায়ণ দেবনাথ













এবার আমার সঙ্গে
টুকর দেওয়ার ফল
হাড়ে হাড়ে টের পাবে
মুখ্য দুটো



কেল্টোটা কি ষড়িবার্জ দেখেছিস!
নষ্টামি করে আমাদের অবস্থানটি
কোমন বানচাল করার ফন্দি করেছে।
এখন কি করা
যায় বলজে
নটে?

জাবতে
হবে
কি করা
মায়



কিছু পরে-
পয়েছি রে, নটে!
শটে শাটোং! ওর
ঐ ডেমজ দিয়েই ওকে হায়েল
করবো!

কি করে রে,
ফটে?



শোন, তাহলে-
(ফিশ ফিশ
ফিশ ফিশ)

দারুণ!
দুর্দান্ত
আইডিয়া!



পরে

একি!
আবার
তুই?

আমরা খুবই
অব্যতস্ত,
কেল্টো! তাই-



অনেক ডেবে আমরা একমত হলাম যে, কেল্টোই
ঠিক। লজ্জাম নটে এলোনা! আমাকে দিয়ে এই
ব্যাগটা পাঠালো। যদি তোমার কোন কাজে
লাগে।



অবশ্যই লাগবে। তোমার শুভ বুদ্ধির
উদ্যম হয়েছে দেখে আমি খুশি। নে এবার
ডেমজের শিশিগলো ঐ ব্যাগে ডরে স্যারের
ঘরে রেখে আয়।

ঠিক আছে,
কেল্টো এখানে
রেখে আসছি।





নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

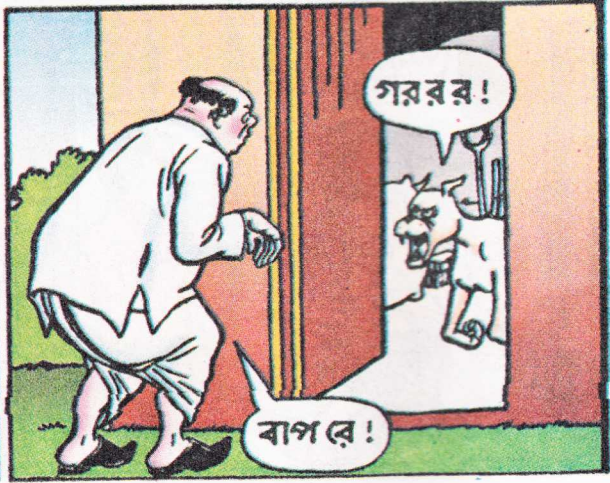






নারায়ণ দেবনাথ











সেন্টিমেন্টেটা মিথো বালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি জাঙনিই না খাওয়ালে। আজ ওকে হাতে পেয়েছি লেখকের শেষ ছুঁলো।



স্যারের প্রায়শ্চিন্তের বন্ধ বাড় বেড়েছে।

ফলেটা আমাকে মারবাম্ব তালে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।



কারা কেন মারামারি করছে বঁলে মনে হচ্ছে!



ফলে কেঁকু! এখুনি এসব থামা। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আস।



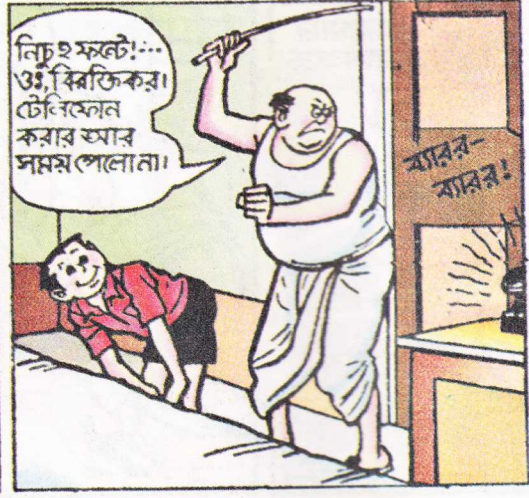
বাইরে দাঁড়া ফলে, আমি আগে কেঁকুকে শান্তি দেবো।

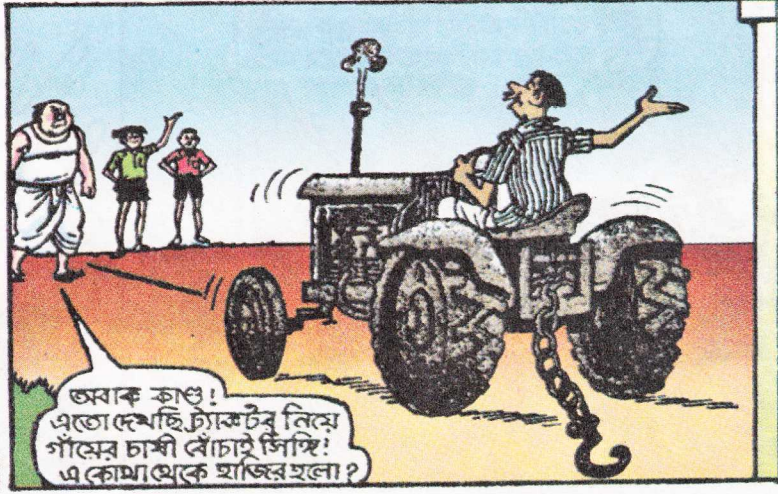
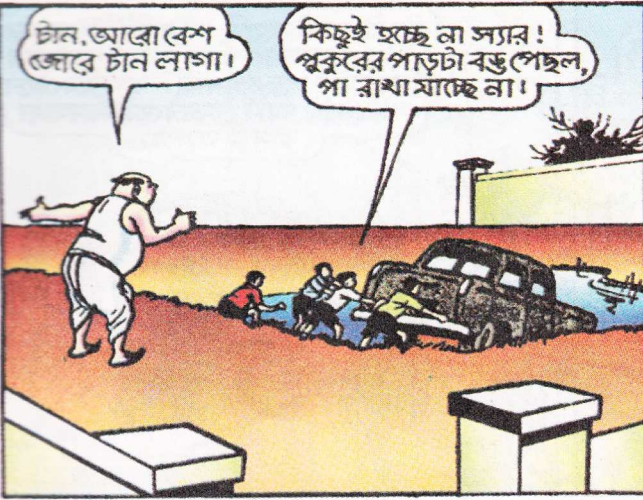


আমি বালিশ মারছি তুমি খুব টাটা।

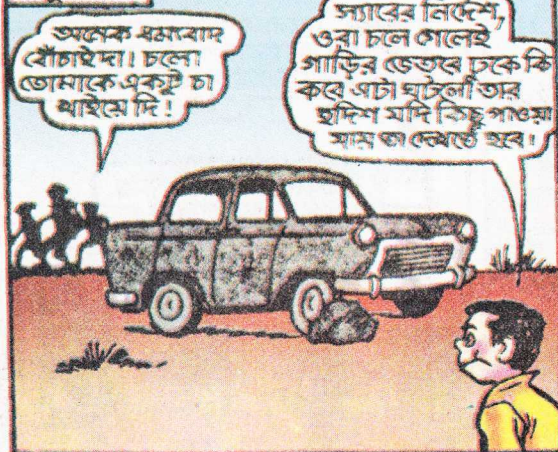
ওউফ! আউফ!

সমস্যা! সমস্যা!

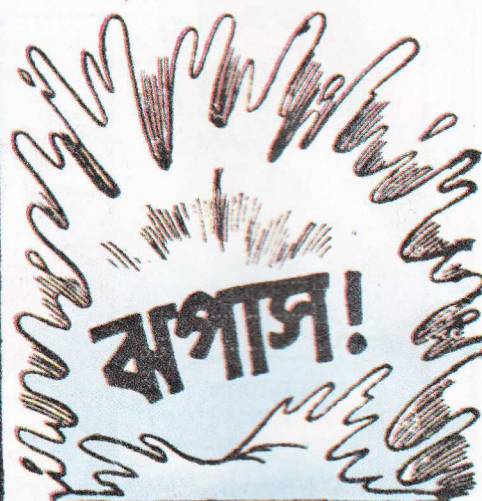
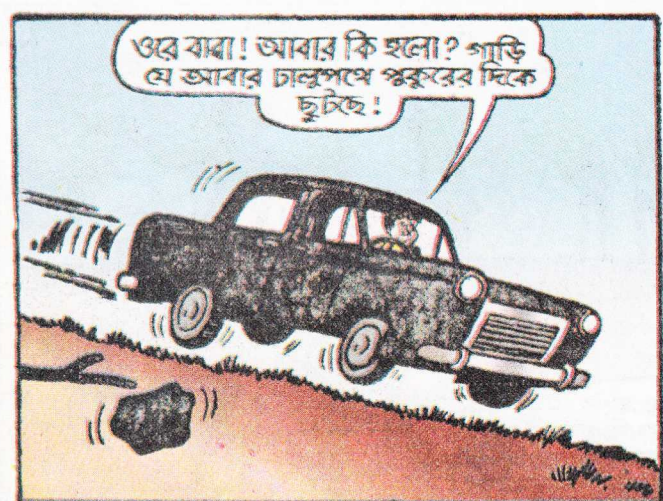
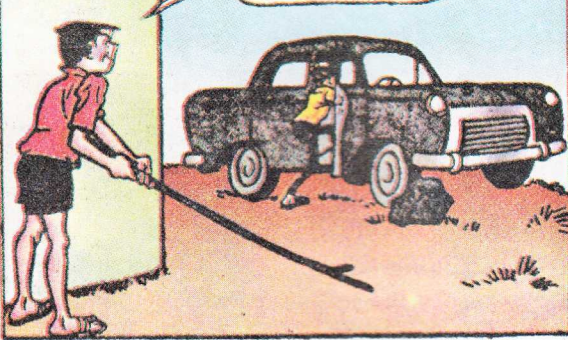




একটু পরে...



হিঃ হিঃ! মা ভেবেছি যে কেউটা হতভাগা
গাড়ির ভেতরেটা দেখতে ঢুকবে। এইবার
ইমুরসকে ফাঁদে পোয়েছি। পামরটা তেলে
সরিমে দি, আর বেকটা তে অকেশজ
করাই আছে...





নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ধরে
অতো মনোযোগ দিয়ে
কেলুদা কি দেখছে রে
নটে?

একফালি ময়লা
ছেড়া বেকড়ায়
তুমি কি দেখছো
গো কেলুদা?



সূত্র খুঁজছি!

সূত্র খুঁজছো? কিন্তু
ওর সবটাই তো সূত্র
দিয়ে তৈরি কেলুদা!



এ সূত্র সে সূত্র নয় রে মূল্য!
এ হচ্ছে অপরাধের সূত্র—আমি
সেই সূত্র খুঁজছি।



সে কি কেলুদা! তুমি
আবার গোয়েন্দাগিরি
করছো নাকি?

এখনো করিনি। তবে
এবারে করবো। দেখবি
কি রকম চমক লাগিয়ে
দেবো।



তোরা এলেছিস ভালোই
হয়েছে। তোদের আমি আমার
অ্যাজিস্টেন্ট্কে করে নিলুম।



কাল থেকে তোরা রাস্তায় নজর রাখবি।
যদি দেখিস কেউ কিছু হারিয়েছে তাহলে
আমাকে এসে খবর দিবি।

ঠিক আছে
কেলুদা!



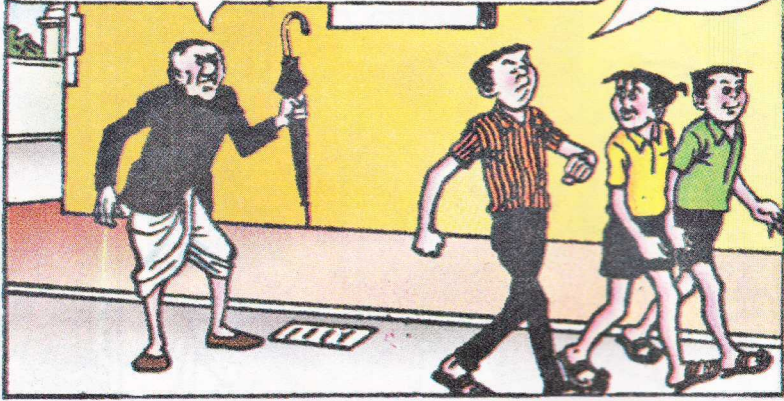


রাবিশ! আপনি কি
জেরেছেন ওর ডেতার থেকে
পাঁক যেটে আপনার এ ছুটো
পয়সা তুলবো? পাঁক নয়,
আমি রহস্য বাঁচি, বুঝলেন?



তোমার চেলুরাই তো বনলো যে, যে ছুটি একবারে
ঝাঁট এসে পড়ে গুটা তুলে দেবে। মুরাদ নেই মুখেই মতো
হুয়াই ভল্লাই। এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজের তুলতে পারতুম।

তাহলে চেষ্টা
কর তই আবার
পারেন।



এসব ব্যাপারে অবসরভ্রমী চোখ থাকা চাই।
আর তার জন্যে দস্তুরমতো গবেষণা দরকার।
ওসব ভোলেরে কাম নয় বুঝলি!



এই আমি - আমি একবারের কথানেই বুঝতে
পারি কোনটা রহস্যের। এই আমি ছোট্ট ছোট্ট
কোনো রহস্যের এই চোখকে ফাঁকি দেওয়ার
উপায় নেই। এ চোখে যদি একবার পড়ে
তাহলে আর -



দাঁড়া-দাঁড়া! দামলের ব্যাপারটা কেমন
মেন ঠিক স্রাজাবিক ঠেকছে না!

রহস্যের গন্ধ
পেয়েছো নাকি
কেস্টুদা?



আমি জোর করে বলতে পারি যে এ
লোকটা এ ছেলেটাকে ভদ্র করার
চেষ্টা করছে।

বলো কি!





কি কাজ রে?

আমি আর নল্টে
যদি কামন্দা করে এ
লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে
মাই তাহলে তোমুনি
ছেলেটাকে একা পেয়ে
ওর কাছ থেকে সব
কিছু জেনে নিতে
পারো

আরে না-না। এখনো ও ঘুণাক্তরেও টের পায় নি।
যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোরা
ও সব ছেলেমানুষী করলে গেলই ওর মনে সন্দেহ
হবে। আর তাহলেই সব শুকলেট! মতটা
পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ
করে নি।

যা দেবে বলেছো তা এখনি
না দিলে আমি আর এক
পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে চ্যাচারো!

উঃ! ঢের ঢের ছেলে
দেখেছি কিন্তু এরকম
দুন্দে ছেলে কখনো
চোখে পড়েনি।

শুনেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে
এ ব্যাপারে ব্যাটা একেবারে রামদুন্দু!
ঠিক আছে বাচ্চাখন তোমার পেছনে
চাঁদ আমিও রয়েছেি ফাঁদ!

ঠিক আছে, চল তোর জিনিস
আমি কিনে দিচ্ছি।

না, আমি যাবো
না। তুমি কিনে
এলে আমার
হাত দেবে।

বেশ তাই আনছি।
কিন্তু তুই এখান
থেকে এক পা ও
নড়বি না। তোকে
আজ আমি নিয়ে
যাবোই।

নিয়ে ড্রামায় যাওয়াচ্ছি বেল্লিক! এই
আমার স্লোগান। ছেলেটার কাছ থেকে
জালো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর
ফিরে আসার দিকে নজর রাখ।

ঠিক
আছে।



তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে জন্ম দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।

ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!



তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেলুদা?

ওরে এর নামই হচ্ছে অবলম্বনালী চোখ। ওর ডাবডগ্গিতে আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।



লোকটার কাছ থেকে এ হতভাগ্য ছেলেটাকে জোর করে কেড়ে আনা যায় না কেলুদা?

এসব ব্যাপারে কোন গোঁয়ারত্ব চলে না, বুঝলি বোকারাম!



কেন কেলুদা? তুমি তো অস্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো জয়টা কিসের?



আমার জন্ম নয়, আমি শুধু স্বযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার দুঃস্থ বুদ্ধির কয়ানতি।

অপহরণকারীর মুক্কা চেহারা দেখে কেলুদা বোধহয় জড়কে গেছে।



ওরে ডডকাবার পাত্রে এই কেলুদারাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কজায় আনবো তখন দেখবি ওই মুক্কা ঝুকড়ে একবারে মুসিক হয়ে গেছে।

এই যে থাকা! যে লোকটার সঙ্গে
তুমি যাচ্ছে, সে তোমাকে তোমার
ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?

হ্যাঁ! দেখানা, কতটা করে
বলছেন যে যাবোনা। তবু টমি
আর এটা ওটা কিলেবোর
লোভ দেখিয়ে নিয়ে
যাচ্ছে। কিন্তু তুমি
জানতে কি করে।

আমাকে জানতে হয়।
তবে তোমার আর জ্ঞান
নেই। আমি তোমাকে
উদ্ধার করে বাড়িতে
তোমার বাড়ির লোক
আসবো।

সত্যি বাড়িতে
নিয়ম হবে? কি
নম্রা: তাহলে
একুনি চলে।

দাঁড়াও, মাবার আগে ওই
শুণ্ডা বদমাইসটাকে
ছেলেচুরির সাক্ষ্য দিয়ে
মেরে হবে।

শুণ্ডা বদমাইস,
ছেলেচোর আবার
কে?

কি হয়েছে রে
পৌচা?

ওই তো! যে মহাপ্রভু এদিকে
আসছেন। তবে ওর সব
জরাজুরি এখানেই শেষ।

এইরে!

এই ছেলেটা
এসে আমাকে বলছে
তুমি শুণ্ডা বদমাইস
ছেলেধরা। সত্যি
নাকি বাবা!

বটে!

হ্যাঁ!
বাবা!

নক্টে, ওয়েদার
খুব খারাপ।

হ্যাঁ, বাবা! আর এই খাবায় তোর মুণ্ডটা ধরতে
পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো হস্তছাড়া
বিটলে!

ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে জানিয়ে
ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছি, আর হস্তভাগা
এজছে ছেলেধরা ধরতে।

নক্টে, গোয়েন্দা
কুকুর মুণ্ড উপড়ে
নিয়েছে। আর আলো
চল আমাদের
মুণ্ড নিয়ে আমরা
সরে পড়ি।



নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

বালক জোজনের জন্যে পাড়ার
সবাই অর্থসাহায্য করেছেন,
এক গোসাঁই বাবাজী ছাড়া।

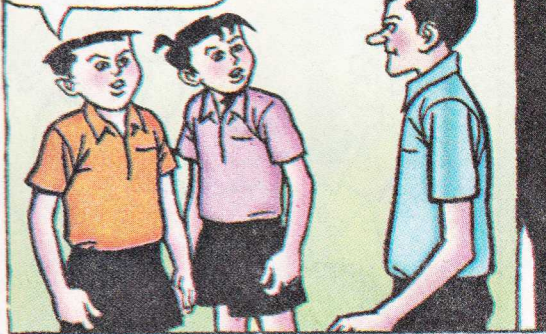
গোসাঁই বাবাজী দিলে
না কেন গাবলুদা? কি
বললে?

বললে ছুঁত জোজনে করিয়ে
অর্থনাশ করে কোন লাভ
নেই। বরঞ্চ সুদে খাটালে
দুগয়সা আসবে।



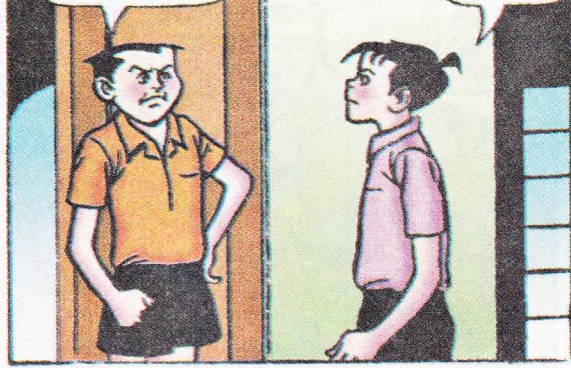
বলো কি গাবলুদা! ঐ সুদখোর
কম্বুস ডুওটা তোমাকে এই
সব কথা বললে! একটা সৎ
কাজের জন্যে পাঁচটা টাকা
দিতে পারলো না!

না দিলে তো কি
আর করা যাবে।
ও ছেড়ে দে।



গাবলুদা বলছে ছেড়ে দিতে। কিন্তু
অমনি ছাড়বো! অশালীন উক্তি
অন্যে পাঁচের দশগুণ আদায়
করে ছাড়বো!

কিন্তু জুলুম
করলে গাবলুদা
রাগ করবেন
ফটে!



জুলুম কেন! নিজেই দেবে।
ভ্রাতা, বাবাজী তো ঘাছ মাগে
কিছুই খায় না, তাই না রে
নকে!

হ্যাঁ! কেমন কি না তাই
স্বার্থের নিরামিশাসী!
তারুরের কাছে ভোগ দিয়ে
তার প্রসাদ খায়!



একটু পরে

যেরকম বলছি বাজারথেকে
কিনে রেস্তুরেন্ট থেকে ডাউরে
নিম্নে আসাবি!

কিন্তু ও
দিয়ে কি সুব
রে ফটে!



দুপুরে গোসাইজীর বাড়িতে

রাধেকৃষ্ণ! বাবাজীদের
তো বলেই দিয়েছি অর্থ
দিয়ে অনর্থ করতে
পারবো না!
রাধেকৃষ্ণ!

ওই সব অপকর্ম
করতে আসিনি
প্রভু! আমরা
আপনার প্রসাদ
পেতে এসেছি!

বাবাজীকে সুমতি ও আমি
যারপর নাই পূজিত! কিঞ্চিৎ
অপেক্ষা করে, আমি প্রসাদ
নিয়ে আসছি রাধেকৃষ্ণ!

নব্বট, এই চালে
প্যাকেটটা দে!

ভোগ কেমন লাগছে বাবাজীরা?

কুচো চিড়ি সহযোগে
ভোগটা অতুলনীয়
থালতাই হয়েছে
প্রভু! এটা আর একটি
পেতে পারি?

বলিস কি
অবাচীন পাষণ্ড!
আমার ভোগে
মৎস!
রাধেকৃষ্ণ!

আপনি নিজেই দেখুন
না প্রভু! চিড়িগুলিকে
এর মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়াতে
আরো উত্তম হয়েছে!

রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ
তাইতো দেখছি!

চল নব্বট, সবাইকে উপায়ে
প্রসাদ পাখার জ্বলো প্রভুর
কুঞ্জে পাঠিয়ে দি। সঙ্গে
একটু নমুনা নিয়ে মাই!

রাধেকৃষ্ণ!
তোমরা না কি
একটা কর্ম
করছো?

ওসব যেতে দিন
প্রভু! ও হলো
গিয়ে যতো
অপকর্ম!

না,না,ওসব হচ্ছে
অত্যন্ত সৎকর্ম!
বালকের মধ্যেই তো
কৃষ্ণ! এই লাও
একশত টাকা!

এই নাও গাবলুদা! বালক
ভোজন উপলক্ষে গোসাইজীর
দান একশত টাকা!

তোরা ম্যাজিক
জারিস দেখাচ্ছি!



হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?

শোনা, আমার জন্য কয়েকদিন আর ধীর করোনা। রাতে কদিন শুধু খই দুধ খাবো।

রাতে

কই ছে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।

দুধ খা লিয়া!

নারায়ণ দেবনাথ

খা লিয়া মানে? তাই তো, এতো ভলটি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিসে খেলো?

কৌন জানে! বিলি-উলি হবে।

পরদিন রাতে

আজ তি আধা দুধ খা লিয়া।

নাঃ, জানলাম জল লাগাতে হবে দেখছি!

পরদিন সকালে

কেলু, তারের জল এলে খাবার ঘরের জানলায় লাগাবি; বেড়ালে রোজ আমার দুধ খেয়ে যাচ্ছে।

বেড়ালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি উয়ানক কথা! আমি এখন গিয়ে জল এনে লাগাচ্ছি।

দেখুন স্যার, এবার বেড়ালের মাড়ি লেই যে দুধ আয়।

বেশ হয়েছে।

সেদিন রাতে

আশ্চর্য! জল লাগাবার পরেও দুধ দাবাড় হয়ে যাচ্ছে!

পরদিন

আমার গলে হচ্ছে, এদের ও...র একটু নজর রাখা দরকার।

মেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধা উসুল করে নেবো!

পরদিন

আমার গলে হচ্ছে, এদের ও...র একটু নজর রাখা দরকার।

মেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধা উসুল করে নেবো!

দেখুন স্যার, এবার বেড়ালের মাড়ি লেই যে দুধ আয়।

বেশ হয়েছে।

সেদিন রাতে

আশ্চর্য! জল লাগাবার পরেও দুধ দাবাড় হয়ে যাচ্ছে!

পরদিন

আমার গলে হচ্ছে, এদের ও...র একটু নজর রাখা দরকার।

মেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধা উসুল করে নেবো!





নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

রাতে খাবার সময়

এবার দুইটা নিয়ে
এসো ঠাকুর!

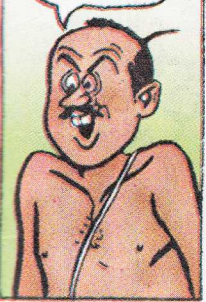
দহি-
নেহি!



আজও দুই নোপাট!
কদিন ধরেই এই কাণ্ড
হচ্ছে! কে খায় তাকে
ধরতে পারো না?



ওহি নো ছোকরা,
নকুয়া আওর
ফকুয়াকে দেখলম
রদুই ধরলে বাথর
থোলে!



ঠিক, ওদেরই কল্ম!
দেখাচ্ছি মজা!



আশা করি এরপর গুরুজনের
জোজ্যদব্যের দিকে বুলো
বাড়াবি না!



স্যারের দুই না খেয়েও
রান্না ঠেঙানি খেলুম
মাইরি ফটে!



কিন্তু যার জন্যে
ঠেঙানি খেলুম,
সেই দুই খেসে
ধরতে হবে!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা

কোথায় যাচ্ছিলস রে
ফটে?



মাছ ধরবো বলে
টোপ কিনতে
যাচ্ছি!







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



তোমার নামে
একটা পার্সেল
আছে এই
মাও।

অস্ট্রেলিয়া
থেকে কাকা
পাঠিয়েছে
ছেঁচাছি!



দ্যাখ ফটে! কাকা
আমার জন্যে কি
পাঠিয়েছে!

বুমেরাং যে রে! ঠিক
মতো ছড়কে পারলে
আমার ঘর হাতি ফিরে
আসে মাইরি!



মালীটো দাঁড়িয়েই নাক
ককাছে! এই হালে ঐ
আমের ওপরেই একবার
পরখ করি।

ফরর
ফলাৎ!

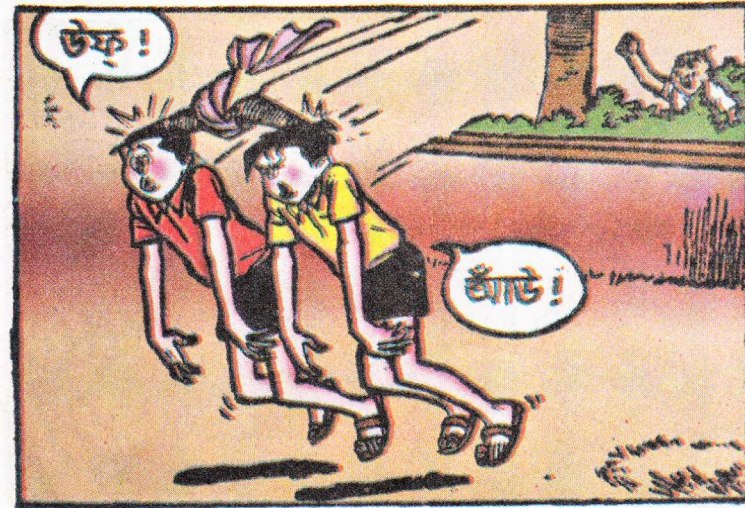
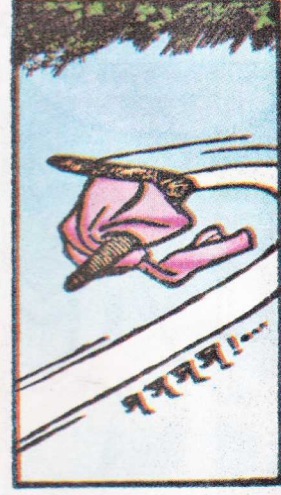


ইয়াই! চেয়ে দ্যাখ
নটে, বুমেরাং আম
নিয়ে আসছে!



তোর কাকা তোকে দারুণ
জিনিজ পাঠিয়েছে মাইরি!
ছুঁড়ে দিলেই সঙ্গে আম
নিয়ে ফিরছে!

কি
মিষ্টি
আম রে
মাইরি!



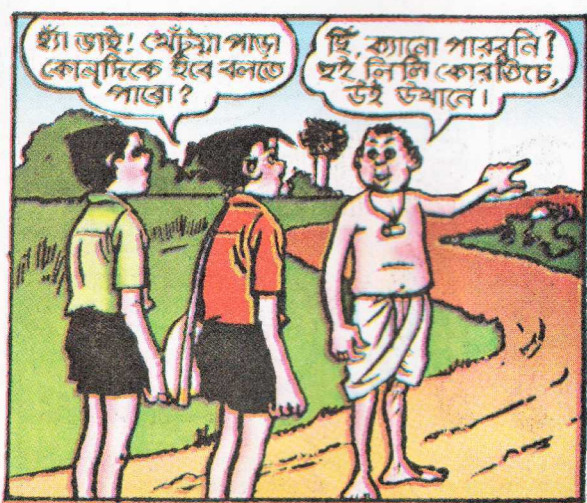
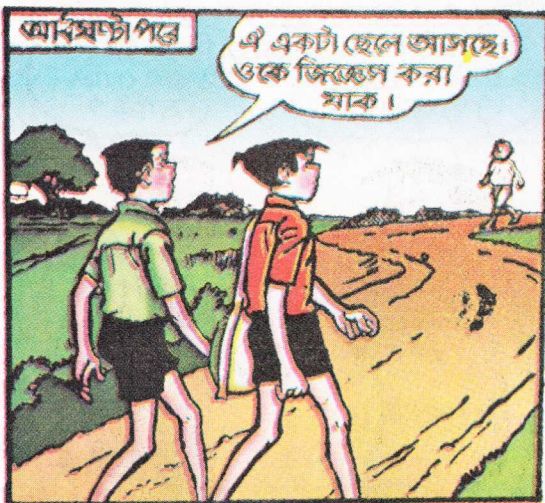
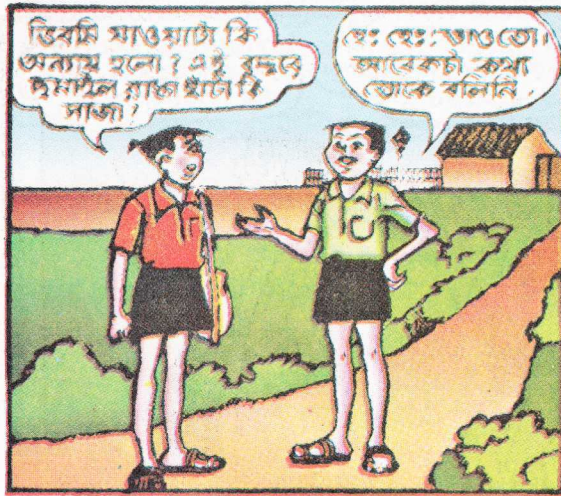
নটে
আর
ফটে

নারায়ণ দেবদাস









আরো একঘণ্টা পরে...

লিলি দেখালো জায়গা
যে শালের বনরে ফর্কে!
বড়-বাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

তাইতো
রে। ছোঁড়াটা
ভুল জায়গা
দেখিয়ে দিলে
নাভো?

এখানে বসে
একটু জিরিয়ে
নেওয়া ম্যাক
নটে কি
বলিস?

হ্যাঁ, না হলে
আর এক পাও
হাঁটা যাবে না। মাসী-
বাড়ি যাওয়া এখন
ফাঁসি মাওয়াব মতো
লাগছে মাথারি!

সহসা

কে কোথায় আছে, বাঁচাও!
ডাকাতেরা আমাকে ধরে
নিয়ে যাচ্ছে!

!

?

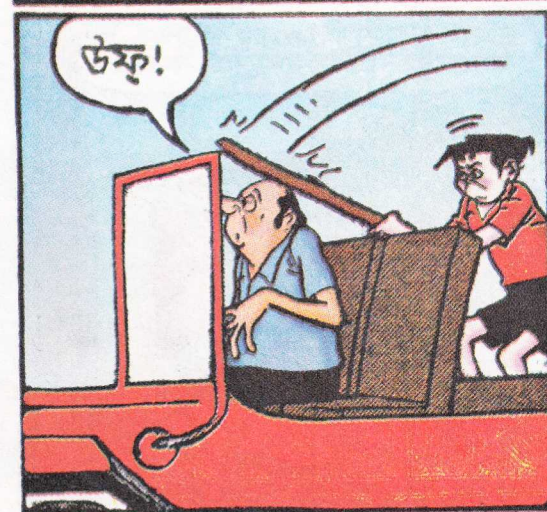
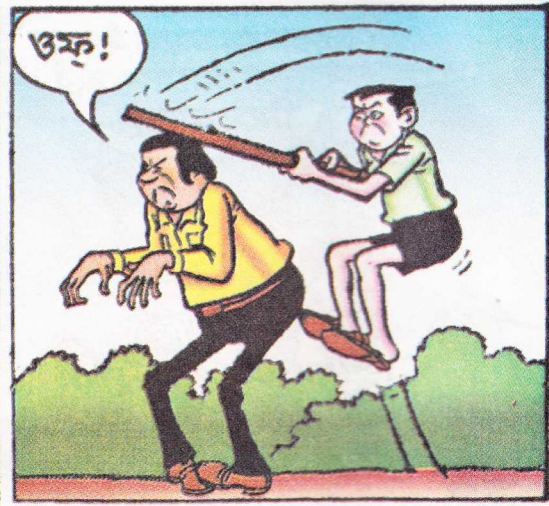
নটে, নির্মাত একলা
পেয়ে কারা কোন মেয়ের
ওপর অত্যাচার করছে!

আমাদের এখুণি
সাহায্য করতে যাওয়া
উচিত ফর্কে!

কিও শুধু হাতে যাওয়া
ঠিক নয়। আমি একটা
রাখি, তুই এটা নে।

ঠিক কথা
বলেছিস,
দে।

হুজুরে দু'গাছি রাখি, তুই একটা
রাখি, তুই এটা নে।
BanglaPdfBot.com









নারায়ণ দেবনাথ



চল ফটে, এবারে মাওয়া থাক।

হ্যাঁ, চল। লেনো আমাদের সেই পিকনিকের জামাকাপোই থাকবে।



কেল্টোর শকুনিমার্কী চোখকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।

যা বলেছিল মাইরি! ও থাকলে একাই সব সাবড়ে দিতো।



এই দড়ি আমার ছকু দিয়ে চুক করে কাজে হাসিল করা যাবে।



কেল্টো! আমাদের খাবারের ঝড়ি ছিনতাই করে নিচ্ছে রে নটে!

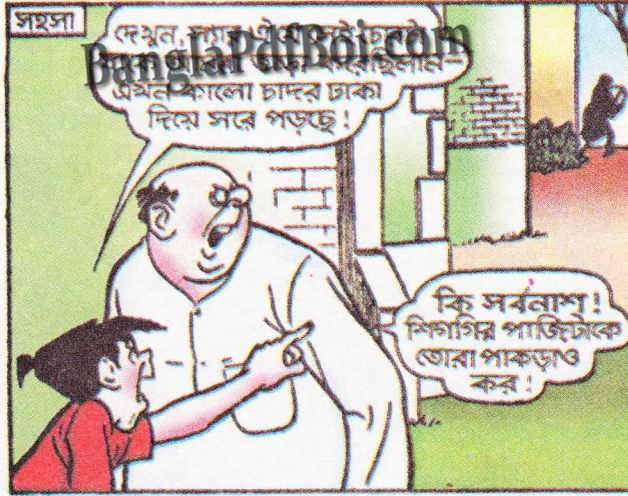
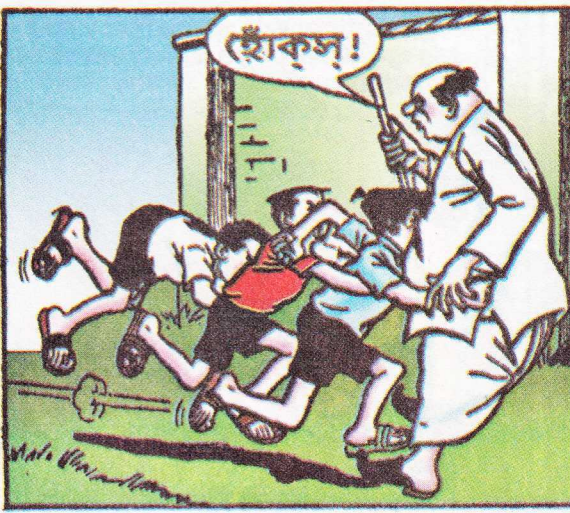
হেঃ হেঃ! এই ঝড়ির খাবার এবার আমার ঝড়িতে চুকবে।



অ্যাঃ কেল্টো! আমাদের খাবারের ঝড়ি ছিরিয়ে দাও বলছি!



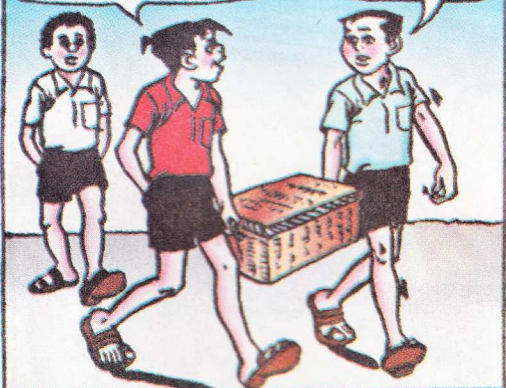
ওরা রাস্তার মোড় ঘুরে আসার আগেই আমিতোষের আড়ালে চলে যাবে।



করাস্ত জেগে ত্যাগনিব
হাত থেকে রেহাই আর এটা
কেনও পেয়েছি মাইরি!

ছিচকেটকে আচ্ছা
করে একদিন বাড়িপৌঁছ
করতে হবে!

ওদিকে কেউ



স্যারকে দেখে চান্দর
খুইয়ে সরে পড়তে
হলো না হলে ফাইট
দিয়ে ওদের টাইট করে
ছেড়ে দিলাম। মানুষখন
থেকে খাটনিটাই মাঠে
মারা গেঁলো।



দূর ছাই! খানিকটা
চকর মেরে বিশুদ্ধ
হাওয়া খেয়ে মাই!

কিছুদূর এগোবার পর



করে বাবা!
পাশল নাকি!
উর্ধ্বাসে চুটছে!
আর একটা হলোই
ধাক্কা লেগে
মেতো!



পরমুহুর্তে

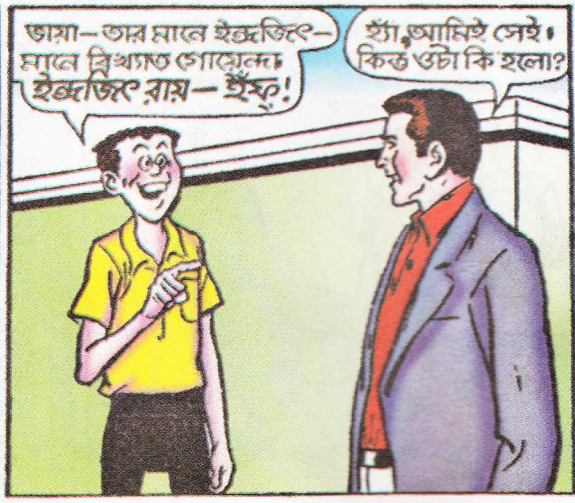
ওফস!

উফ!



কাল নাকি? দেখে
চুটতে পারেন না —
আরে! আপনি তো
শ্রীচন্দ্রকালী —

—দাঙ্গ সাহিত্যগ্রী!
কিন্তু তোমার জন্যে
এই বিশ্বে ব্যাপারটা
সম্মতিত হওয়ার দ্বায়ে
আধার মার্গ ফসকে
গেলো!



এই যে, কেঁকুদা! আর কিছু নেই, সব শেষ।

আরে রেখে দে তোদের ঐটা পিকনিকের ছেঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছেন না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঞ্জয় দিয়ে শুরু তারপর—

চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঞ্জয়ই বা হলো কেন?

আরও সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আমায় মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি।

এই যে! কেঁকুদা ইঁয়ালি দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আমায় মণি, খোলতাই করে বলে দিকিনি, এরা কে?

ইঁয়ালি নয় বৎস! চাঁদুদা হলেন চক্ৰকালী দাস, সাহিত্যপ্রী, আমায় মণি হচ্ছেন শমসাতের শিরোমণি ব্যাক ডায়মণ্ড!

বলো কি কেঁকুদা! তুমি ব্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?

দেখেছি, মানে? একগাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাকের ডগা দিয়ে ছুঁতে বেরিয়ে গেলো। তখনশ্য তখন ওর পরিচয় জাণিনা! ওকে তড়া করে ছুঁতে আসছিলেন চাঁদুদা! তার পেছনেই ইঁহঁজিৎ রায়। সেই সময় বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার ঘুখোঘুখি ঠেকুর, বস, দুজনেই চিপ্পাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালো পগার পার। পরে জেবেছি, ওই হচ্ছে ছদ্মবেশী ব্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালানার সুযোগ পেলো বলে ইঁহঁদাকে কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।

এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রসিড বাড়বে!

বিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেঁকুদা!

একটু পরে

নকে, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!

চল তো শুনিজের আইডিয়া ফর্টে!

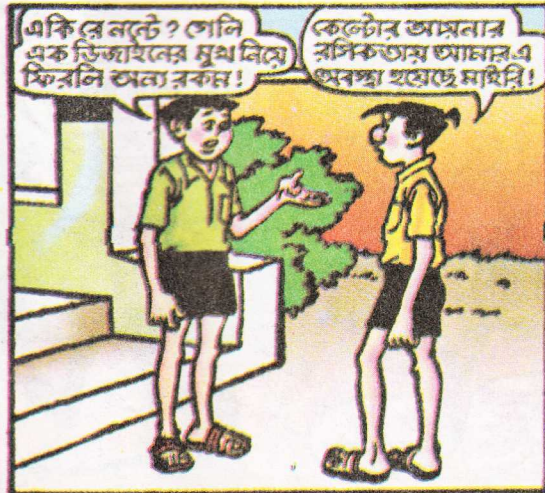


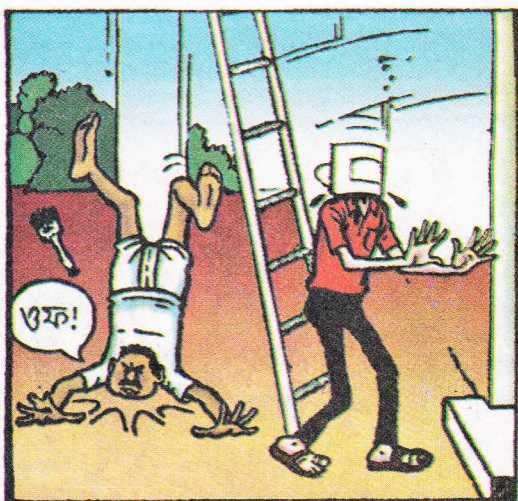
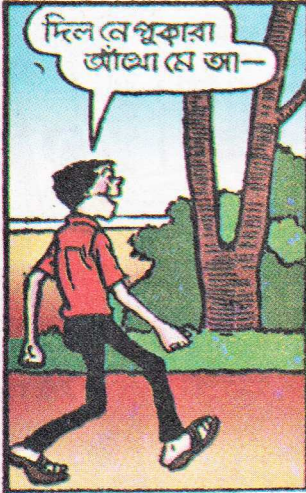






নারায়ণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

লরায়ণ দেবদাস

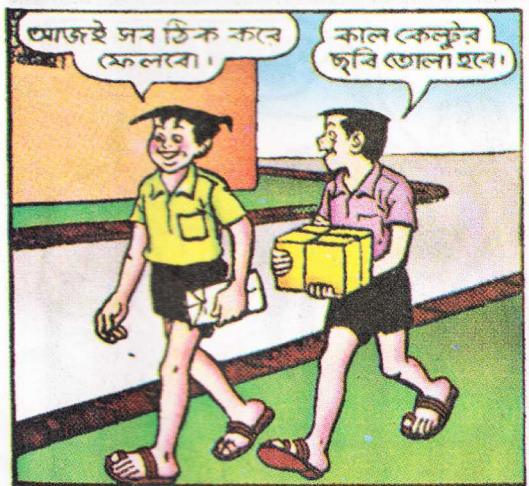


একটা এই ম্যাগিক-ক্যামেরা
ভেরি করে কোন্‌র ছবি
তুললে কোনর হয়?



ঠিক বলেছিস, নটে!
ভাছলে ভেরির সব ডিক্রিস
সংগ্রহ করতে হয়!

চল ওগুলো
দোকান থেকে
কিনে নিয়ে
আসি



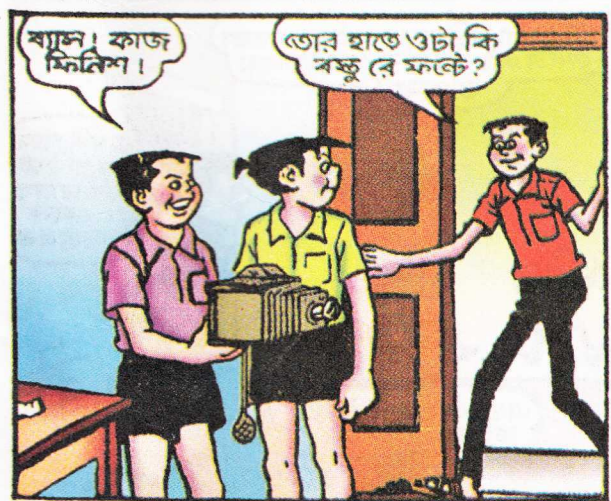
আজই সব ঠিক করে
ফেলবো।

কাল কেল্টুর
ছবি তোলা হবে।



কাজ প্রায় শেষ করে এলেছি।
এবার সাটার আর স্পেশাল লেন্সটা
ফিট করতে হবে।

চমৎকার
হচ্ছে রে মাইরি!



ব্যাল! কাজ
ফিনিশ!

তোর হাতে ওটা কি
বছু রে ফটে?



ক্যামেরা, কেল্টুদা!
দারুণ ছবি ওঠে!

তাই নাকি! আরে, আজই
সবার ফটো তোলার কথা
বলছিলেন।

